খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 12 ❑ 06 June, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বাম বিজেপি জোটে ০-৬ এ পরাজয় তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ গাইঘাটার বর্ণবেড়িয়া কৃষি সমবায় সমিতি নির্বাচনে জয়ী হলো প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রার্থীরা। এই জোটে এবার বিজেপি সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন।

শুক্রবার এই সমিতির নির্বাচন ছিল। ৬টি আসনের মধ্যে ৬টিতেই জয়লাভ করে তৃণমূল বিরোধী প্রার্থীরা। মোট ভোটার সংখ্যা ৩৭৯। মোট ভোট দেয় ৩৫১ জন। তারমধ্যে ২৫০ টির বেশি ভোট পেয়েছে তৃণমূল বিরোধী জোট।

জানা গিয়েছে এই সমবায় সমিতি বরাবরি বামেদের দখলে রয়েছে। এবার নির্বাচনে তৃণমূল বিরোধী সিপিএম বিজেপি একজোট হয়ে লড়াই করে।

স্থানীয় বিজেপির মন্ডল সম্পাদক তরুণ হালদার বলেন, আমরা তৃণমূলকে হারাতে নিচু তলার সিপিএম বিজেপি সকলে এক হয়ে একটি ফ্রন্টের মাধ্যমে লড়াই করেছি। আমরা কোন প্রার্থী দেইনি। ওদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের জয়লাভ করা। জয় লাভের পর সিপিএমের এরিয়া কমিটি সম্পাদক বলেন, তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ আবার আমাদের কৃষি সমবায় সমিতিতে ক্ষমতায় আনলো। এই নির্বাচনে তৃণমূল বিরোধী দলের সকলে একসঙ্গে লড়াই করেছেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল স্থানীয় অঞ্চল কমিটির সহ-সভাপতি বৈদ্যনাথ ঘোষ বলেন, এই সমবায় সমিতিতে বামেরা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। তারা বামপন্থী ছাড়া অন্য কাউকে এই সমিতির সদস্য হতে দেয় না। বিজেপি সিপিএম একজোট হয়ে লড়াই করেছে।

ফের বাংলাদেশী দম্পতি সহ গ্রেফতার এক ভারতীয় দালাল

রাহুল দেবনাথ ঃ চোরাপথে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাবার সময় বাংলাদেশী দম্পতিসহ ও এক ভারতীয় দালালকে সোমবার সকালে টালিখোলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ। পুলিশের জেরায় ধৃত বাংলাদেশের দম্পতি জানায়, সাত মাস আগে কাজের জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিল তারা। ধৃত ওই দালালের সাহায্যে তারা চোরাপথে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাবার জন্যই বাগদাতে এসেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই বাংলাদেশীর নাম দিদার শেখ ও আসমা শেখ এবং ভারতীয় দালালের নাম সাইফুল ওরফে শহিদুল। ধৃত দম্পতির বাড়ি বাংলাদেশের যশোর জেলার গোপীনাথপুরে।

এলাকায় হেরোইনের রমরমা

ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে পুলিশে দিল জনতা

প্রতিনিধি ঃ এলাকায় রমরমিয়ে চলছে হেরোইনের কারবার— এমনই অভিযোগ উঠছিল বারবার। এবার সেই বনগাঁ পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় এলাকায় হেরোইন বিক্রি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়লো যুবক। পরে তাকে স্থানীয়রা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। রবিবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়ায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতর নাম সুশান্ত দাস। বনগাঁ থানার সাত ভাই কালিতলা এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই সে বনগাঁর বিভিন্ন এলাকায় হেরোইনের ব্যবসা করত। এদিন সকালে সে স্থানীয় দুই নম্বর রেলগেট এলাকায় হেরোইন বিক্রি করতে এসেছিল। ধৃতর কাছ থেকে ১৮৮ টি হেরোইনের পুরিয়া উদ্ধার হয়েছে।

ধৃত যুবক হেরোইনের ছোট ছোট প্যাকেট বানিয়ে তার গাড়ির মধ্যে রাখত। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতো। ফোন করলেই সেই এলাকায় পৌঁছে যেত। স্থানীয় কাউন্সিলর কৃষ্ণা রায় জানিয়েছেন, এদিন সকালে এলাকার মধ্যে অপরিচিত যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় এলাকার মানুষের। যুবককে আটকে তার স্কুটির ভেতর থেকে উদ্ধার হয় হেরোইন। বেশ কিছুদিন ধরে শক্তিগড় ও দুই নম্বর রেলগেট এলাকায় হেরোইন বিক্রির অভিযোগ আসছিল। স্থানীয়দের বক্তব্য, হেরোইন বন্ধের জন্য লাগাতার অভিযান চালাক পুলিশ।

সীমান্তের অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি

প্রতিনিধি ঃ সীমান্তে প্রতিনিয়ত নানা অসামাজিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে অপরাধমূলক, এমনকি পাচার কার্যে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় বহু মানুষকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা সুরক্ষিত রাখতেই এবার অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল বনগাঁ পুলিশ জেলার তরফে। ইন্দো বাংলা সীমান্তে পেট্রাপোল থানার ব্যবস্থাপনায় ছয়ঘরিয়া এলাকায় সীমান্তের বাসিন্দাদের সরকারি নানা সুযোগ সুবিধা সহ সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনের সম্পর্ক আরো নিবিড় করতেই বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হল। এদিন থানার তরফে নারী শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, সাইবার ক্রাইম রোধ সহ স্থানীয় ক্লাবগুলির সঙ্গে জনসংযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিন স্থানীয় দশটি ক্লাবের হাতে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের প্রতি আস্থা বাড়াতে ও ভয় কাটাতেই এমন উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে সীমান্ত এলাকায় মানুষের পুলিশের প্রতি আস্থা যেমন বাড়বে, তেমনি অপরাধমূলক কাজ কর্ম রোধে পুলিশ আরও বেশি তৎপর হতে পারবে। এদিন বনগাঁ পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৩ দফা দাবি নিয়ে ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন বিজেপির

প্রতিনিধি ঃ বুধবার ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩ দফা দাবি নিয়ে

ডেপুটেশন দিল বিজেপি। সম্প্রতি প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন উমা ঘোষ দাস। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন তিনি। প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের পরেই ১৩ দফা দাবি নিয়ে পঞ্চায়েতে উপ প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দিলো স্থানীয় বিজেপি কর্মী সহ পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা।

তাদের এই দাবি মধ্যে রয়েছে, পঞ্চায়েত প্রধান উমা ঘোষ দাস ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। পঞ্চায়েতের কোন হোল্ডিং নম্বর নেই। তিনি ভুল তথ্য দিয়ে একদিনের মধ্যে জাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁর স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে বলে ডেপুটেশনে দাবি করেন তারা।

এ বিষয়ে ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জয়ন্ত বিশ্বাস বলেন, এই ডেপুটেশন প্রধানের কাছে দেওয়ার কথা ছিল। তিনি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে আমার কাছে ডেপুটেশন দিল এবং সৌজন্যতার খাতিরে সেই ডেপুটেশন গ্রহণ করেছি।

বারংবার প্রশাসনকে জানিয়েও সংস্কার হয়নি, গ্রামবাসীরাই উদ্যোগ নিয়ে তৈরি করলেন রাস্তা

রাহুল দেবনাথ ঃ এলাকার অন্য সমস্ত রাস্তা মেরামত হলেও গ্রামের মধ্যে ১০০ মিটার রাস্তার অবস্থা বেহাল। পঞ্চায়েত থেকে বিডিও বারংবার জানানো সত্ত্বেও সংস্কার হয়নি রাস্তা। তাই নিজেরাই উদ্যোগ দিয়ে ভাঙা রাস্তা ছারাই করলেন গ্রামের মানুষেরা।

ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঢাকুরিয়া এলাকায়। এলাকার মানুষের দাবি, ঢাকুরিয়া সানাপাড়া থেকে ঢাকুরিয়া গার্লস হাই স্কুল পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ১০০ মিটার রাস্তা বেহাল প্রায় ১১ বছর ধরে। অন্য সমস্ত রাস্তা সংস্কার করা হলেও সংস্কার হয় না নির্দিষ্ট এই রাস্তা। যার ফলে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়ছিলেন স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ পথযাত্রী সকলেই। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে বারংবার চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও ও জেলা পরিষদকে জানানো হলেও নির্দিষ্ট এই রাস্তাটুকু সংস্কার করা হয়নি। বাধ্য হয়ে এলাকার মানুষেরা নিজেরাই চাঁদা তুলে টাকা জোগাড় করে রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগায়। রীতিমতো জেসিবি দিয়ে মাটি ও ইটের

তৃতীয় পাতায়...

রিসর্ট থেকে উদ্ধার নাবালিকা, গ্রেফতার ম্যানেজার

প্রতিনিধি ঃ রিসোর্টে নাবালিকা মেয়েকে দিয়ে কাজ করানোর অভিযোগে রিসর্ট-এর ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার রাতে বনগাঁ মহিলা থানা ও বাগদা থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে বাগদা থানার মঙ্গলগঞ্জ নীলকুঠি এলাকার ওই রিসর্ট থেকে নাবালিকাকে দিয়ে বাল্য শ্রম ও রিসর্টে অবৈধ কাজ করানো হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রিসর্ট ম্যানেজারের নাম, অশোক ওরাং। পুলিশি জেরায় ওই নাবালিকা জানায়, মা বিকলাঙ্গ,

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১২ ❐ ০৫ জুন, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

আজকের গর্ব কিছুটা লজ্জার!

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ভারতবর্ষের জন্য সবচেয়ে বড় খবর হল বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান 'চতুর্থ'। জাপানকে পিছনে ফেলে ভারতের এই উত্থান। দেশের উত্থানে ভারতীয় হিসাবে প্রত্যেক নাগরিক গর্বিত। এটা সত্যিই গর্বের বিষয়; জাতি হিসাবে প্রত্যেক ভারতীয়ের এটি অহংকার। কিন্তু কথা হল— সাধারণ নাগরিক তথা আমজনতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি কতটা হয়েছে? নাগরিক সভ্যতার মূল ভিত যে শ্রমিক শ্রেণী; যাদের শ্রমের ফলেই গড়ে ওঠে নগর সভ্যতা, তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কতটা হয়েছে? আরও বড়ো কথা হল— সমাজের যে শ্রেণী সমাজের সমগ্র জাতির মুখে খাবার তুলে দেয়, সেই কৃষক শ্রেণীর অর্থনীতি কতটা মজবুত? নাকি চিরাচরিত প্রথার মত আজও আর্থিক মজবুতি একটা শ্রেণীর কাছেই সীমাবদ্ধ? এ তো গেল সমাজের দুটি শ্রেণীর কথা। আজকের ভারতবর্ষে এমন শ্রেণী অনেক আছে, যারা আর্থিক ভাবে ভীষণ দুর্বল। দু-একটা বলতে গেলে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে নিয়োজিত আংশিক সময়ের, চুক্তি ভিত্তিক কর্মী; পশ্চিমবঙ্গের বৃত্তিমূলক বিভাগে নিযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, পশ্চিমবঙ্গের সিভিক ভলেন্টিয়ার, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত আংশিক সময়ের বা চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক। সামগ্রিকভাবে এরা প্রত্যেকেই আর্থিক ভাবে ভীষণ দুর্বল। সমাজের এই শ্রেণী এখনও দিন আনা দিন খাওয়ার মত কালাতিপাত করে। এখনও চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কত চাষী, কত মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আজকের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে সত্যিই এটা লজ্জার। কবে নিবারণ হবে এই লজ্জা; কবে সুস্থ ভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারবে সমাজের এই সমস্ত মানুষ? যে দিন সাবলীল জীবন পাবে সমাজের এই সমস্ত মানুষ, সেদিনই ভারতের আজকের অহংকার হবে সকলের আনন্দের।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় : যদি কোনও ব্যক্তি কোনো অপরাধ করে, তবে তার জাতি বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে একই আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে এবং একই শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে। কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জাতি বা ধর্মের হওয়ার কারণে কাউকে কোনো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইতালীয় বংশোদ্ভূত বা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হওয়ার শর্ত আরোপ করা হলে সেটা সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য করা হবে।

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বেতনের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য করা যাবে না যদি তারা একই ধরনের কাজ করে থাকে। মাতৃত্বকালীন ছুটির কারণে কোনও নারীকে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা বা কর্মচ্যুত করা এই অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

কোনও নাগরিকের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে তাকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা বা তার মৌলিক অধিকার খর্ব করা যাবে না। বিরোধী দলের সমর্থক হওয়ার কারণে কোনও ব্যক্তিকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া অস্বীকার করা অসাংবিধানিক।

এই প্রসঙ্গে ইতালিতে সমকামী দম্পতিদের একটি মামলার উল্লেখ করা যেতে পারে। মামলাটি, "Case on Discrimination Based on Sexual Orientation Sentenza n. 138/2010 – Same-Sex Unions." হিসাবে নথিবদ্ধ রয়েছে।

২০১০ সালে বেশ কিছু সমকামী দম্পতি ইতালীয় আইনকে চ্যালেঞ্জ করে কারণ সংবিধানে সমকামীদের মধ্যে বিয়ে করার অনুমতি ছিল না, তারা দাবি করে যে, এটি অনুচ্ছেদ ৩ (সমতা) এবং অনুচ্ছেদ ২৯ (বিবাহ) লঙ্ঘন করছে।

ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, ওলিয়ারি এবং অন্যান্য বনাম ইতালি মামলায়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, ইতালি সমকামী দম্পতিদের সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং সুরক্ষার অধিকার না দিয়ে ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনের ৮ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে। আদালত যুক্তি দিয়েছিল যে, এই অস্বীকৃতি তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার অধিকারকে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তী সময়ে ইতালীয় সরকার ECTHR-এর রায়কে মান্যতা দিয়ে ২০১৬ সালের ৭৬ নং আইন বাস্তবায়ন করে, যা সমকামী দম্পতিদের জন্য নাগরিক অংশীদারিত্ব চালু করে, বিবাহিত দম্পতিদের জন্য কিছুটা (যদিও সমস্ত নয়) অধিকার প্রদান করে।

চলবে...

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

নিবন্ধ

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একদিন

অজয় মজুমদার

২০০০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ভ্রমণকালের দ্বিতীয় দিন আমরা ঢাকা যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত একটি পর্যটন গ্রাম এলাকা পরিদর্শনে যাই। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুঠিবাড়ি অবস্থিত। এছাড়াও বিরাহিমপুর জমিদারি সদর কাছারিও এখানে অবস্থিত। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা নদী। নদীর ওপারেই পাবনা জেলা অবস্থিত।

শিলাইদহ গ্রামটি কুষ্টিয়ার মধ্যে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। গ্রামটি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি সরোবর। সরোবরে রয়েছে কবিগুরুর ব্যবহৃত বজরার অনুকৃতি। রয়েছে গীতাঞ্জলি ভবন। বাড়ির সামনের সড়কে পর্যটকদের জন্য উপহারের দোকান রয়েছে। সম্পূর্ণ কুঠিবাড়িটি বাগান ও পুকুরসহ ১১ একর এলাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কুঠির বাড়িতে ছোট-বড় মিলিয়ে ১৫ টি কক্ষ রয়েছে। বর্তমানে এটি একটি জাতীয় ইমারত। সরকারি উদ্যোগে এখানে ঠাকুর স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৯২ সালে এই কাছারি বাড়িটি নির্মিত হয়েছে। শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের আবেগের উপর তাৎপর্যপূর্ণ রেখাপাত করেছিল। "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থের সূচনায় তিনি লিখেছিলেন, আমি শীত, গ্রীষ্ম,বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বছর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি,বৈশাখের খররৌদ্র তাপে, শ্রাবণের মুষল ধারাবর্ষণে। ১৮৮৯ সালে ত্রিশ বছর বয়সে কবি-জমিদার রস নিয়ে।' তিনি কুঠিবাড়িতে বসবাসের পাশাপাশি পদ্মার বোটে বসবাস করতেন। দীর্ঘ ১০ বছর পর ১৮৯৯ সালে তিনি পুত্র কন্যা নিয়ে কুঠিবাড়িতে সংসার পাতেন। কর্মজীবনে রবীন্দ্রনাথ দু'দশকেরও বেশি সময় শিলাইদহে ছিলেন। শুধু কাব্য রসের ধারাতেই তিনি মশগুল ছিলেন তা নয়, এই শিলাইদহে তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগ্য শিলাইদহের বাড়িতে সরকার পরিচালিত একটি লাইব্রেরী রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বই ছাড়াও সাহিত্যের, বিজ্ঞানের, সমাজবিজ্ঞানের অসংখ্য বই রয়েছে। লাইব্রেরীতে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করলাম। লাইব্রেরিয়ান এর সঙ্গে কথা বললাম। জানতে পারলাম, অনেক গবেষক এখানে এসে পড়াশোনা করেন। সুতরাং সেই মানের বই এখানে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার তীর্থস্থান শিলাইদহ

শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির এখানে জন্ম নিয়েছিলেন মরমী ফকির লালন শাহ, সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন, কাঙাল হরিনাথ মজুমদারসহ আরও অনেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জমিদারির দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করতেই এখানে এসেছিলেন। কুষ্টিয়ার মাটি ও নদীর প্রতি কবির মমতার কথা ফুটে উঠেছে তাঁর বহু সৃষ্টিতে। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়ি এখনও বহন করে চলেছে কবির বহু স্মৃতি। শিলাইদহের দোতলা কুঠিবাড়িটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একসময় এর দোতলার বারান্দায় বসলে একদিকে পদ্মা, অন্যদিকে গড়াই নদী দেখা যেত। ধারণা করা হয়ে থাকে কবির বিখ্যাত

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

প্রশ্নটা যাকে করেছিল সে প্রকৃত উত্তরটা দিতে পারল না। পাশে একজন মাস্টারমশাই ছিলেন। তিনি বনগাঁ হাই স্কুলের মাস্টারমশাই। তিনি বললেন, " বুঝতে পারছিনা কী হবে! কারণ এটা একটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এটাও একটা অপমৃত্যু। পোস্টমর্টেম হওয়ারই কথা। দেখা যাক বাড়ির লোকেরা বলে কয়ে কিছু করতে পারে কিনা। চলো, আমি বনগাঁয় তো থাকব। ওদের জন্য কিছু করতে পারি কিনা দেখব। আর একটা জিনিস নির্ভর করছে ডাক্তার নিমাই বিশ্বাসের উপরে। খয়রামারি শ্মশানে দাহ করতে গেলেই ডাক্তারি ডেথ সার্টিফিকেট লাগবে। বনগাঁর কোনও ডাক্তার সার্টিফিকেট দেবে না। নিমাই বিশ্বাস-এর সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু দেবে কিনা সেটাই চিন্তার।"

দিদি চলে এসেছে। আমাকে ডাকছে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে এসে বাইরের দিকে দরজাটা বন্ধ করে দিদির ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ির ভিতরে গেলাম। দিদি বলল, "খোকা, ঝট করে মুখ ধুয়ে নে। আমাকে গামছাটা বের করে দে। স্নান করব। ছোঁয়াছুয়ি হইনি তবুও কেমন একটা হচ্ছে।"

আমি গামছা দিতে দিতে গিয়ে না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না, "তোরা কোথায় গিয়েছিলি? জামাইবাবু আসল না। ও পাড়ায় কি কোনও গন্ডগোল হয়েছে?"

"ধুর পাগল। গন্ডগোল হলে কী আমি ওখানে যেতাম বা গেলেও বাড়ি ফিরে স্নান করতাম? ও পাড়ার মাধব কাকার বউ মারা গেছে। মাধব কাকার বৌ ভাগ নেই। এ বউটাও মারা গেল। রাতের বেলা পান গালে দিয়ে শুয়েছিল। কোনও এক সময় ঘুমের ঘোরে সেই পান গলায় বেঁধে শ্বাস প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। আমিও সঠিক জানিনা। তবে এইটাই সকলে ধরছে। গলায় পান বিঁধেই মারা গিয়েছে। বাড়ির লোক কেউ জানতে পারিনি। বিধবা মেয়েটা তার ঘরে ছিল। ওই মা-র ঘরে রোজকার মতো প্রথমে ডাকাডাকি করেছে, পরে গা ঝাঁকিয়েছে। সাড়া না পেয়ে তখন বুঝতে পেরেছে। তখন কেঁদে উঠলে বাড়ির সবাই এসেছে এই ঘরে। তারপর তো এ পাড়ার সবাই গেল। মেয়েটাই খুব বেশি কাঁদছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি একটু যাবো দিদি? আমি তো মরা মানুষ কোনদিন দেখিনি। যদি দেখতে দেয়, এই প্রথম দেখব।"

"তুই আবার কী করতে যাবি! ভয় পাবি হয়তো। "পরে কী একটা চিন্তা করে বলল, "যা, তোর জামাইবাবু আছে, তবে বাড়ি আসলে কিন্তু স্নান করতে হবে।"

"সে তো করবই। স্কুলে যাওয়ার আগে তো স্নান করি। আর কত সময় বা বাকি! তোর চিন্তা করতে হবে না আমি চললাম।" এই কথা বলে সেদিন আমি পগার পার হয়েছিলাম। মৃত্যু দেখনি, মৃত্যু দেখব বলে। ধারণাই ছিল না আগে মৃত্যু কী! মাধব মন্ডলদের বাড়ির উঠোন লোকে লোকারণ্য। জামাইবাবু আছে তাদের মধ্যে। আমাকে ডেকে বলে দিল, "তুই বাড়িতে গিয়ে স্নান করে খেয়ে স্কুলে যাবি। আমি আর আজকে যাব না। শ্মশানেও যেতে হবে। তোর দিদির কাছ থেকে একটা গামছা এনে দে আমাকে।" বললাম " আমি একটু দেখব।" জামাইবাবু বলল, "ভয় না পেলে যা। তবে বাড়ি গেলে দিদি যা যা করতে বলে সেগুলো করবি।"

অনুমতি পেয়েই, আমি লোকেদের মধ্যে দিয়ে ঠেলে ঠুলে ঘরের দরজার গোড়ায় ঢুকে গেলাম। দূর থেকে দেখলাম শুয়ে আছে, উপরের দিকে মুখ।

'জীবন যেন গাছের মতো। কোনও পাতাকেই তার অনিবার্য মনে করে না। ডাল পালা থেকে ঝরিয়ে ফেলে দেয়। ঝরা পাতার শূন্যস্থানে জন্ম নেয় সবুজ নতুন কচি কিশলয়। তবুও ঝরা পাতাটা অভিমানীর মতো তাকিয়ে থাকে উর্দ্ধপানে। মনে হয় যেন আবার স্থান পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। তা হয় না। একসময় উত্তাল ঝড় উঠে শুকনো ঝরা পাতাটা উড়ে চলে যায়।'

ওই মৃত্যুর আবহের মধ্যে আমি সেদিন আর দাঁড়াইনি। বাড়ি ফিরে দিদির কথামতো স্নান করে চলে গিয়েছিলাম স্কুলে। সেখানে অনেককেই আসতে দেখিনি। মন্ডলদের সুনীল তো আসেনি। ওর ঠাকমা। ওর কষ্টটা আমিও ভেতরে ভেতরে অনুভব করলাম। আমার ব্যথাটাও যেন কল্পনা অনুভব করতে পারছে। বুঝলাম ব্যথার আবেগ মানুষে মানুষে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহমান ধারায় সুখ দুঃখ নিয়েই মানুষ থাকে।

তেরো

দূর থেকে সমস্বরে শব্দ ভেসে আসছে। 'শিব শিব মহাদেব, শিব শিব মহাদেব। বাবা তারকনাথের চরণের

চলবে...

ডুমা মৎস্য সমবায়ে জয় বিজেপি'র

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার একের পর এক সমবায় সমিতি হাত ছাড়া হচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এর। শশাডাঙা, হুদা, বর্ণবেড়িয়া সমবায় সমিতির পর ডুমা মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ছাড়া হল।

গত ৪ জুন টান-টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ডুমা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নির্বাচন হয়। ৯টি আসনেই তৃণমূল ও বিজেপি সমিতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। ৮৭১ জন ভোটারের মধ্যে ৭৫৩ জন ভোট দান করেন। সন্ধ্যার পর ভোট গণনা সম্পন্ন হলে দেখা যায়, এগিয়ে বিজেপি প্রার্থীরা। ফলাফল পুর্ণগণনার দাবি ওঠে। ফের গণনা হবার পরও দেখা যায় ৬ টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের যথেষ্ট ব্যবধানে

পরাস্ত করে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হন। ৩ টি আসনে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা।

এদিনের ডুমা ফিসারিজ এর নির্বাচনকে ঘিরে উভয়পক্ষের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে বেশ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় বিজেপি নেতা ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শম্ভু খাঁ ও সমীর সরকারের নেতৃত্বে দলের্ই জয় তরান্বিত হয়েছে বলে ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজিপি সদস্য সুব্রত বৈদ্য জানালেন। স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার, দলনেতা প্রবীর রায় সারাদিন বিজেপি শিবিরে উপস্থিত থেকে নির্বাচন পরিচালনা করেন এবং দলীয় কর্মীদের উৎসাহিত করেন।

গবেষণা পরিষদ-এ আলোচনা সভা ও গ্রন্থ প্রকাশ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১ জুন গোবরডাঙার গবেষণা পরিষদ কর্তৃপক্ষ এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এদিন অপরাহ্নে পরিষদ এর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী দীপক মিত্র।

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তনে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান শীর্ষক বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট আলোচক ও প্রাবন্ধিক অশোক মুখোপাধ্যায় ও ড. কনিস্ক চৌধুরী। বিশিষ্ট আলোচকগণের বক্তব্যে ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ, ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। ভাষাবিদ, আইনজ্ঞ, কুসংস্কার বিরোধী এবং সমাজসচেতন রামমোহন রায় বুঝেছিলেন, ভারতবাসীকে সংস্কৃত বিষয় বা ধর্মীয় শিক্ষায় আটকে থাকলে চলবে না। দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। বিশিষ্ট বক্তগনের বক্তব্যে এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তনে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে।

এদিন দীপাঞ্জন দে ও দীপক কুমার দাঁ এর সম্পাদনায় নাস্তিক মানবতাবাদী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে 'মুক্তমন মুক্তচিন্তা দিশারি' শীর্ষক গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট লেখক ও আলোচক অশোক মুখোপাধ্যায়। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ এর পক্ষে ' যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্কতার অভিযাত্রী' গ্রন্থটির প্রকাশক অভিষেক দাঁ। প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তাদ্বয়ের বক্তব্য সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাইঘাটায় নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ আমাদের চারদিকে পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলতে গত ৫ জুন আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবসে নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি পালিত হয় গাইঘাটার দিকে দিকে। এদিন সকালেই চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া ই-পাঠশালার শিক্ষার্থীগণ চাঁদপাড়া বাজারের বাস স্ট্যান্ডে সমবেত হন। দিনটির তাৎপর্য

তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাগন এলাকার পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলতে প্রচুর পরিমানে বৃক্ষ চারা রোপনের আহ্বান জানান, উপস্থিত পড়ুয়ারা পথ চলতি মানুষজনের হাতে বিভিন্ন গাছের চারা তুলে দেন।

এরপর পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করে তোলার আহ্বান জানিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা চাঁদপাড়া বাজার থেকে চাঁদপাড়া রেল স্টেশন অবধি পদযাত্রা করে। পরিশেষে সকলে মিলে ঢাকুরিয়া সাহেব বাগান এলাকায় বৃক্ষচারা রোপন করেন। এলেকার পরিবেশ প্রেমী ও শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন ই- পাঠশালা কর্তৃপক্ষের এদিনের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

এদিন চাঁদপাড়ার নীল আকাশ সংস্থার সদস্য ছাত্র-ছাত্রীরা এলেকার বিভিন্ন বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ফুল-গাছের চারা বিতরণ করে এবং সকলকে পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষচারা রোপনের আহ্বান জানান।

পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের গাইঘাটা ও চাঁদপাড়া শাখার পক্ষ থেকে এদিন পদযাত্রা বের করা হয়। সংস্থার পরিবেশ প্রেমী সদস্যগণ মিছিল থেকে এলেকার পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে আরো বেশি-বেশি করে গাছ লাগানোর কথা বলেন। বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন গাইঘাটা ব্লক কার্যালয়ে জেলা শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের উদ্যোগে কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দপ্তরের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ফল গাছের চারা প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে এদিন গোবরডাঙার পরিবেশ বাঁচাও সমিতির ব্যবস্থাপনায় এলেকার পরিবেশকে সুস্থ্য সুন্দর ও শান্তির নীড় হিসাবে গড়ে তুলতে মেদিয়া থেকে গোবরডাঙার ঐতিহ্যবাহী রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট অবধি এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী এন সি সি ক্যাডেট এবং সেই সঙ্গে পরিবেশপ্রেমী মানুষজন এই পদযাত্রায় সামিল হয়। ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ বহু বিশিষ্টজন। উদ্যোক্তারা এদিন ১৫৯ জন সাফাই কর্মীকে নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল
বিক্রয়, মেরামত ও
মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয়
বিক্রয় করা হয়।
8944800404

মিলন সংঘের শিবিরে রক্ত দিলেন ৬২ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই। মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। তাই রক্তদান জীবন দান, রক্তদান মহৎ দান। এই আদর্শ সামনে রেখে বিগত বছরের মতো এবারও গ্রীষ্ম কালীন রক্তের সংকট কাটাতে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ঠাকুর নগরের ঐতিহ্যবাহী মিলন সংঘের সদস্যগণ। গত ৩১ মে সকালে ক্লাব অঙ্গনে সংঘ সভাপতি বিরাট মণ্ডল কর্তৃক জাতীয় পতাকা এবং সম্পাদক আশিস বিশ্বাস কর্তৃক সংগঠনের পতকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেড়ি গোপালপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাতাজী। বনগাঁ জে.আর.ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগণ স্বেচ্ছা দাতাদের রক্ত সংগ্রহ করেন। অন্যতম সংগঠক শিক্ষক গোবিন্দ

দত্ত জানান, এদিনের অনুষ্ঠিত শিবিরে মোট ৬২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিক্ষক ও সমাজকর্মী গোবিন্দ বাবু আরোও জানান, এদিন শুধু রক্তদান নয়, মাধ্যমিকে মহকুমার সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্ত শিক্ষার্থী স্থানীয় রামচন্দ্রপুর পল্লী মঙ্গল বিদ্যাপীঠের দৃষ্টান্ত বিশ্বাস ও ঠাকুরনগর হাই স্কুলের দরিদ্রও মেধাবী ছাত্র রূপম বিশ্বাস এবং স্কুলছাত্রী ও টোটোচালক পিতৃহারা গায়ত্রী হালদারকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শ্রীদত্ত জানান ক্লাবের পক্ষ থেকে উপরোক্ত দরিদ্র ও মেধাবী পড়ুয়াগণকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। এলেকার মানুষজন মিলন সংঘের সদস্যগণের এই মহতী কর্মসূচীকে স্বাগত জানান। পরিশেষে লোক সংগীত শিল্পী মৌসুমী চ্যাটার্জী পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠান সমবেত শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩১ মে মধ্যাহ্নে জন্ম মাসে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও সদ্যপ্রয়াত বর্ষিয়ান কবি অসিত দালালের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় গোবরডাঙার অন্যতম সমাজ সেবি সংস্থা সেবা ফার্সাস সমিতি পরিচালিত কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সমীর চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণে সেবার সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার আয়োজিত সাহিত্য সভায় গুরুত্ব তুলে ধরেন।

উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, প্রলয় কুমার দত্ত ও শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইক। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পী সায়ন্তিকা চ্যাটার্জী, দিশা বিশ্বাস ও মানালিনা বিশ্বাসের

চতুর্থ পাতায়...

গ্রামবাসীরাই তৈরি করলেন রাস্তা

প্রথমপাতার পর...

টুকরো দিয়ে রাস্তাটুকু সংস্কার করেন। এর ফলে বেশ কয়েক গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়া, পথযাত্রী উপকৃত হয়েছেন সকলে। এলাকাবাসীদের দাবি, সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে যেত।

রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে পড়তো। সেজন্যই নিজেদের পয়সা খরচ করে রাস্তা সংস্কারের হাত লাগিয়েছেন তারা। এলাকার সিপিএমের জন প্রতিনিধি শান্তনু রায়ের দাবি, বারংবার পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৩-২৪ সালের অ্যাকশন প্লানে এই রাস্তায় কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি।

এ ব্যাপারে গাইঘাটা ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি সরকার জানান, রাস্তাটিতে দুইবার সংস্কারের কাজ হয়েছে। সে সময় নির্দিষ্ট এই রাস্তাটুকু ঘিরে আইনী জটিলতার সৃষ্টি হয়, সেজন্য পুরো রাস্তার কাজ করা গেলেও নির্দিষ্ট এই জায়গার কাজ করা সম্ভব হয়নি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাইঘাটায় প্রশিক্ষণ শিবির উদ্যান পালন দপ্তরের

নীরেশ ভৌমিক ঃ ৬ জুন আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবসে জেলার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ একদিনের এক কৃষক প্রশিক্ষন শিবিরের আয়োজন করে গাইঘাটা ব্লকে, জেলার হর্টিকালচার কার্যালয় বারাসাত এর ব্যবস্থাপনায় এদিন গাইঘাটা ব্লকের সৃষ্টি হলে আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি সরকার ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, দপ্তরের বিশিষ্ট আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু নন্দন, সুপ্রতীক মৈত্র ও দপ্তরের বনগাঁ মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ড. সুমন নন্দী প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে বিডিও শ্রী সরকার এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা দেবী জেলার হর্টিকালচার দপ্তর আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের বিশেষজ্ঞ আধিকারিকগণ কৃষিজীবী মানুষজনের সামনে খাদ্য শস্য উৎপাদনের সাথে সাথে ফুল চাষে উদ্যোগী হবার আহ্বান জানান।

রিসর্ট থেকে উদ্ধার নাবালিকা, গ্রেফতার ম্যানেজার

প্রথমপাতার পর...

বাবা নেশা ভান করে পড়ে থাকে, তাই এই রিসোর্টে কাজ করে সে। ধৃত ম্যানেজারকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে শনিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত মঙ্গলগঞ্জ এলাকায় নীলকর সাহেবদের নীল কুটির রয়েছে এখনো। বহু পর্যটক সেখানে ভিড় করে। আর ওই এলাকাতেই গড়ে উঠেছে একাধিক হোটেল।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় দেহ ব্যবসা থেকে একাধিক অসাধু ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। শুক্রবার রাতে পুলিশি অভিযানের পর ধারাবাহিক অভিযান চাইছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বনগাঁ পৌরসভার বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

প্রতিনিধি ঃ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এদিন বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে বনগাঁ শহরের বিভিন্ন জায়গায়

বৃক্ষরোপন করা হয়। বনগাঁ কোর্ট চত্বর থেকে শুরু হওয়া ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ ও বিভিন্ন কাউন্সিলরগণ ও পৌরকর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বনগাঁ শহরে সাহেব পুকুরের পাড়ে যে পুকুর সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে, সেখানেই বৃক্ষরোপণ করে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, যেভাবে দিন দিন পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, তাতে প্রত্যেকেরই গাছ লাগানো উচিত।

এর পাশাপাশি তিনি দোকানদার এবং ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে প্লাস্টিক বর্জন ও গাছ কাটা বন্ধ করার জন্যও অনুরোধ করেন। এদিন বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে শহর জুড়ে প্রায় ৫০০টি কাজ লাগানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

সিএসসিটি পরিদর্শনে সমীক্ষা ম্যাম

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পুরস্কার প্রাপ্ত জেলার অন্যতম সমাজ সেবি সংগঠন চাঁদপাড়া শিডিউল কাস্ট এন্ড ল'ট্রাইব পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজ সেবার পুরস্কার স্বরূপ ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান বহু শংসাপত্র লাভ করেছে। গত ৪ জুন সিএসসিটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে দিল্লী থেকে আসেন জাতীয় স্তরের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠান রাজধানী দিল্লীর 'মার্থা ফ্যারেল ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি। স্বেচ্ছা সেবিকা সমীক্ষা ম্যাম এদিন ১১ টায় চাঁদপাড়ার সানা পাড়ায় সিএসসিটি'র দপ্তরে চলে আসেন। প্রতিষ্ঠানের প্রাণ পুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজ কর্মী মলয় সানা সমীক্ষা দেবীকে ফুল-মালায় স্বাগত জানান। শ্রীমতী সমীক্ষা দফ্তর এবং সেখান কার বিভিন্ন সামগ্রী খতিয়ে দেখেন। মহিলা সদস্যাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ সমাজ সেবা মূলক কাজকর্মের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মলয়বাবু এদিন তাঁদের সংস্থার অন্যান্য কেন্দ্রগুলিও পরিদর্শক সমীক্ষা ম্যামকে ঘুরিয়ে দেখান। সমীক্ষা দেবী এক সাক্ষাৎকারে জানান, গ্রামে-গঞ্জে ও প্রত্যন্ত এলেকায় সাধারন মানুষের কল্যাণে যারা সেবামূলক কাজ করে থাকেন, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা আর্থিক সহ নানা ভাবে সহযোগিতা করে থাকেন।

অবসর নিলেন জয়েন্ট বিডিও

নীরেশ ভৌমিক ঃ দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বৎসরের কর্মজীবন থেকে গত ৩১ মে অবসর গ্রহন করেন গাইঘাটা ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জাগ্রত চৌধুরী। গত ৩০ মে শুক্রবার তাঁর সহকর্মীগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে এবং নানা উপহারে তাঁদের প্রিয় জয়েন্ট সাহেবকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। মানপত্র পাঠ করেন সহকর্মী মানস চক্রবর্তী। কর্মজীবনের শেষ দেড় বছর জাগ্রত বাবু গাইঘাটায় জয়েন্ট বিডিও'র দায়িত্ব পালন করে।

এদিন অপরাহ্নে ব্লকের সৃষ্টি হলে অনুষ্ঠিত বিদায় অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সহ-সভাপতি অজয় দত্ত, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, মৎস কর্মাধ্যক্ষ অঞ্জনা বৈদ্য, পূর্ত কর্মধ্যক্ষ নিরুপমা রায়, ছিলেন বনগাঁর জয়েন্ট বিডিও রাজারাম বালা, কর্মঞ্চল সদালাপি, জাগ্রতবাবুর মধুর আচরনের উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর অবসর জীবনের সুখ-শান্তি এবং সুস্থ্যতা কমনা করেন উপস্থিত সকলেই।

অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শোনান, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, সহকর্মী অসিত বক্সী, আবৃত্তি করেন মৎস কর্মাধ্যক্ষ অঞ্জনা বৈদ্য, স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান আইডিও দেবাশিস দাস প্রমুখ। সহ কর্মীগণ বিদায়ী আধিকারিক শ্রী চৌধুরী তাঁর প্রিয় সহকর্মীগনের ব্যবহার ও সহযোগিতার ভূয়ষী প্রশংসা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ব্লক কর্মী সুজিত শীলের সুচারু সঞ্চালনায় জয়েন্ট বিডিও জাগ্রত বাবুর এদিনের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ঢাকুরিয়া মধ্যপাড়ায় লোকনাথ পুজোয় বহু ভক্ত সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩ জুন মঙ্গলবার মহা সমারোহে শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার পুজো অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া মধ্যপাড়ার লোকনাথ মন্দিরে। লোকনাথ ঠাকুরের ১৩৬ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকুরিয়ার লোকনাথ সেবা সমিতির ব্যবস্থাপনায় মন্দির ও প্রাঙ্গন ফুল-মালা ও আলোক সজ্জায় সাজানো হয়। সকাল থেকেই অন্যতম ভক্তপ্রান কাজল গুহের নেতৃত্বে পাড়ার মহিলারা পুজোর আয়োজনে হাত লাগান। ঢাকুরিয়া ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকেও আসা লোকনাথ বাবার বহু ভক্তজন পুজোয় অংশ নেন। মধ্যাহ্নে পুজো শেষে প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়। সমবেত কয়েকশো মানুষ ভোগের প্রসাদ গ্রহন করেন। সন্ধ্যায় পালা কীর্তনের অনুষ্ঠানে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

অন্যদিকে এদিনই ঢাকুরিয়া দক্ষিণপাড়ায় ঠাকুরনগর সড়ক পার্শ্বস্থ কালিমন্দিরে লোকনাথ বাবার কষ্টি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাড়ার বাসিন্দা লোকনাথ বাবার ভক্তগণ সহ এলেকার ধর্মপ্রাণ মানুষজন মহা সমারোহে লোকনাথ ঠাকুরের পুজোয় অংশ নেন।

মৃদঙ্গম এর প্রতিষ্ঠা দিবস ও কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ৪ জুন সংস্থার ১৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম। বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি বন্দনার অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতেই সংস্থার দুই শিশু নৃত্য শিল্পীর নৃত্যানুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে। কবি দ্বয়ের জীবন, আর্দশ ও তাঁদের কাব্য ও সাহিত্য জীবনের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও জবা দেবীর কণ্ঠে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে। মৃদঙ্গম এর অন্যতম কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষিকা ও নাট্যাভিনেত্রী সৌমিতা কর বিশিষ্ট জনদের প্রস্ফুটিত লাল গোলাপে বরণ করে নেন। স্বাগত ভাষণে সংস্থার প্রাণপুরুষ প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক বরুণ কর সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত মৃদঙ্গম এর দীর্ঘ চলার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন এবং বাংলা তথা বাঙালীর কৃষ্টি- সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে মৃদঙ্গম এর পাশে থাকার আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি ও উপস্থিত কলা কুশলীগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি মূকাভিনয় এবং কথায় কবিতায় বহু নাট্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে মৃদঙ্গম এর ১৩ তম বর্ষ উদ্‌যাপন ও কবি বন্দনার অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন

তৃতীয় পাতার পর...

কবিতা আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে ভাস্যপাঠ করেন স্বরূপা পাল। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও রচনা পাঠ করেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**